ভোরের কাগজ

তারিখ ... 17 NOV 1998 ... ...
পৃষ্ঠা ১০ কলাম ... ৫ .....

সেমিনারে শিক্ষামন্ত্রীর তথ্য

নয়া শিক্ষানীতি দ্রুত বাস্তবায়নের কাজ এখন চূড়ান্ত-পর্যায়ে

কাগজ প্রতিবেদক : শামসুল হক কমিশনের প্রস্তাবিত শিক্ষানীতি বাস্তবায়িত হলে এ দেশকে আর বিদেশী জনগণের করের টাকার ওপর নির্ভর করতে হবে না। যুগোপযোগী শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে জাতি সকল সমস্যা মোকাবিলায় সক্ষম হবে।

আওয়ামী লীগের শিক্ষা ও মানব সম্পদ উন্নয়ন উপ পরিষদ আয়োজিত প্রস্তাবিত শিক্ষানীতি সম্পর্কে গতকাল সোমবার এক আলোচনা সভায় বক্তারা এ কথা বলেন।

বক্তারা প্রস্তাবিত শিক্ষানীতির ব্যাখ্যা দিয়ে বলেন, শিক্ষা হবে সাধারণ জনগণের জন্য। এ শিক্ষানীতিতে প্রাথমিক শিক্ষাকে ৫ বছর থেকে ৮ বছরে উন্নীত করা হয়েছে। এই প্রক্রিয়ায় ২০০৩ সালে ৬ষ্ঠ শ্রেণী পর্যন্ত ২০০৬ সালে ৭ম শ্রেণী পর্যন্ত এবং ২০১০ সালের মধ্যে ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত প্রাথমিক শিক্ষার আওতায় আনা হবে। প্রচলিত মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার পরিবর্তে ৮ম শ্রেণী ও দ্বাদশ শ্রেণীর শিক্ষা শেষে দুটি সনদ প্রদানের পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। এ সব পরীক্ষায় কোনো বিষয়ে ছাত্ররা অকৃতকার্য হলে পরবর্তী বছরে সে শুধুমাত্র ঐ বিষয়ে পরীক্ষা দিয়ে পাস করে সনদ সংগ্রহ করতে পারবে। পরীক্ষাতে থাকবে গ্রেডিং পদ্ধতি। ৫ম শ্রেণীতে ও দশম শ্রেণীতে ছাত্রদের বৃত্তি পরীক্ষা নেওয়া হবে।

এরপর স্নাতক পর্যায়ে ৪ বছরের সমন্বিত কোর্স থাকবে। তবে স্নাতকোত্তর পর্যায়ে ১ বছরের কোর্সই বহাল থাকবে। এ ছাড়া ৮ম শ্রেণীর পর থেকে কারিগরি শিক্ষার ব্যবস্থা থাকবে। প্রাথমিক শিক্ষা শেষে কেউ স্কুল ছেড়ে গেলে কারিগরি শিক্ষার মাধ্যমে সে যেন উপার্জন করতে পারে এ লক্ষ্যে প্রতিটি থানায় কারিগরি শিক্ষা স্কুল করার কথাও এ নীতিতে প্রস্তাব করা হয়েছে। শিক্ষানীতিতে বয়স্ক শিক্ষার ওপর জোর দেওয়া হয়েছে ও আধুনিক আন্তর্জাতিক মানের পাঠ্যসূচি প্রণয়ন করার প্রস্তাবও এ নীতিতে রাখা হয়েছে। এ ছাড়া প্রতিটি ক্লাসে সর্বোচ্চ ৪০ জন ছাত্র রাখার প্রস্তাব রাখা হয়েছে বলে বক্তারা উল্লেখ করেন।

ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশনে অধ্যাপক কামরুজ্জামানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন শিক্ষামন্ত্রী এ এস এইচ কে সাদেক, অধ্যাপক শামসুল হক, ড. নজরুল ইসলাম, বস্ত্র প্রতিমন্ত্রী আ খ ম জাহাঙ্গীর হোসেন, ড. কাজী খলীকুজ্জামান, নুরুল ইসলাম নাহিদ এম পি প্রমুখ।

শিক্ষামন্ত্রী এ এস এইচ কে সাদেক বলেন, এ শিক্ষানীতি সুপরিকল্পিত ভাবে সকলের সঙ্গে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে করা হয়েছে। এমনকি জামাত-শিবিরের সঙ্গেও আলাপ করা হয়েছে। তিনি বলেন, সাহায্য নিয়ে একটি জাতি কখনো টিকে থাকতে পারে না। এ শিক্ষানীতি এ জাতিকে স্বাবলম্বী করতে সাহায্য করবে। তবে এ জন্য কিছুটা সময় দরকার।

শিক্ষা কমিশনের সভাপতি অধ্যাপক শামসুল হক বলেন, এ শিক্ষানীতিতে প্রাথমিক শিক্ষাকে ৮ বছর করা হয়েছে। কারণ এ সময়ের মধ্যে একজন ছাত্র সারা জীবন মনে রাখার মতো কিছু শিখতে পারে। বর্তমান পদ্ধতিতে তা সম্ভব হচ্ছে না।